আহমদ ছফার জবানবন্দি

নাসির আলী মামুন

নাসির আলী মামুন নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন রাখি। যেমন বিয়া করলেন না কেন বা মহিলাদের কাছ থেকেই দূরে সইরা রইলেন.....

আহমদ ছফা আমি সহজেই নারীদের আকর্ষন করতে পারি। বিয়ে করলে তো আকর্ষন করার ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবে। বিয়ে করলে তুমি একটা কারাগারে ঢুকলা। সম্পর্ক নির্মাণ করার যোগ্যতা যখন আমার আছে প্রতিবারই হতে হবে নতুন সম্পর্ক। নট দ্যা ওল্ড ওয়ান। বিকজ দ্যা ওল্ড ওয়ান ক্যান্ট বি অনলি ওয়ান। আসলে আমার জীবন এ্যালাও করেনি আমি একটা বিবাহিত জীবন-যাপন করি। এটা হচ্ছে খুব সত্য আমি যে ধরনের বাঁচতে চাই, যে ধরনের জিনিস করতে চাই, তখন কোন মহিলা হয়তো ঐীব করতে দিতে রাজি হতনা।

মামুন আপনার দেখা মহিলারা কেউ রাজি হইতা ছিল না?

ছফা তার কারণ হচ্ছে এখানে যে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, একজন মহিলা যখন মধ্যবিত্ত সোসাইটি থেকে আসে, তার কতগুলো মধ্যবিত্ত প্রত্যাশা থাকে। এই প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে গেলে আমি আমার জীবনের সমস্ত (রাজু সিগারেট আছে নাকি).....

মামুন আমি আনতে দিতাছি।

ছফা তখন যেটা হয় সেটা সত্যিই একটা কারাগারে স্বেচ্ছায় বন্দিজীবন বেছে নিতে হয়। আমার মনে হয় না যে আমার যে সমস্ত বান্ধবী বা প্রেমিক ওরা কিছু লালন করতো। আমার আকর্ষণকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু আমার মূল্যবোধ এবং আমার কষ্ট সহিষ্ণুতা সেটাকে কেউ ধারণ করতে পারে এমন মহিলা আমি এখানে দেখিনি। বিদেশি মহিলাদের মধ্যে একজন দুজন ছিল।

মামুন আমাদের পুষশাসিত সমাজে মহিলাদের পক্ষে আপনার চিন্তার জায়গাটায় যাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। আর যদি কেউ আপনার কাঙ্খিত জায়গাটায় পৌঁছাইয়া যাইতো তাইলে আপিনিই সেই মহিলাকে অপছন্দ করতেন। এইটা আমার অনুমান।

ছফা হয়তো হতে পারতো। আমার কাছে সেটা হবে না এ-কারণে যে এখানে.....। শামীম সিকদার প্রথম সাইকেল চালাতো ঢাকায়। এবং শামীম সাইকেলের পিছনে পিছনে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সুরাইয়া প্রথম প্রকাশ্যে সিগারেট খেতো। সুরাইয়া আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিল। তারপেরে যেমন ধর, রওনক জাহানেরা প্রথম নারীবাদি মহিলা এবং রওনক জাহানের সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল। অর্থাৎ এইখানে মেয়েদের মধ্যে যেইটা, এই প্রথা থেকে পরিবার থেকে অন্য একটা মূল্যবোধ অন্য একটা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এলো, এদের সকলের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। মধুর সম্পর্ক নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে তারা সকলেই তাদের জীবনের স্বার্থকতা যেখানে সন্ধান করলেন সেটা মধ্যবিত্ত পারতো না। এবং সেখানে আমার কোন লোককে আমি দেখিনি। এইটা একটা কারণ। আমার নিজের সম্পর্কে কতগুলো ধারণা ছিল। আমার ধারণা ছিল যে আমি হয়তো আমার সাহিত্যকে পৃথিবীর কাছাকাছি নিয়ে যাব। আমার ক্যারিশমা আমার প্রভাব এটা খুব কম মহিলাই অস্বীকার করতে পেরেছে। তাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিকাও ছিলেন। কিন্তু

প্রটা হচ্ছে কেউ খেয়াল করতে চায়নি। আমি অন্তত তিনটা পশ্চিমা মেয়েকে চিনি। আজকে যদি বলি তুমি এখানে থেকে যাও তোমার ভয় ঝেড়ে ফেলতে হবে। একটি ফ্রেঞ্চ মেয়ে এখনও বসে আছে ঢাকায়।

মামুন কেন বইসা আছে?

ছফা কারণ, সে মনে করে তার জীবনে আমাকে পাওয়া প্রয়োজন। অলমোস্ট। পশ্চিমা মেয়েদের মধ্যে বন্ধুকে ভালবাসার যে চেষ্টা তা দেখে অবাক হতে হয়। যেমন মেরি ডানহাম যে বাংলাদেশে এসে 'জারিগান' বইটি লিখেছে তখন যেটা সে সেপ্টেম্বরে আসবে আমার ইস্কুল-টিস্কুল দেখার জন্য। কিন্তু এই কারণে ঢাকা শহর থেকে এই মনোভাবটা থাকা খুব রেয়ার কোত্থেকে মেয়েরা চলে আসছে বাংলাদেশে পুষদের কাছে। এখানে মেয়েরা বিপ্লবও করতে চায়, ভালোভাবে খেতে চায়। অর্থাৎ একটা ভাল স্বামী চায়। ভাল গাড়ি চায়। তখন এটা কিন্তু শুধু মাত্র ভোগের মধ্যে চলে যায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে যেভাবে এখনও মেয়ে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে আমরা পারিনি। আমি মনে করি আমাদের পুষ মানুষেরা যেভাবে নারীদের প্রজেক্ট করি নারীরা সেভাবেই গ্রো করে। এর জন্য পুষরাই দায়ী। আমি অতো ভাগ্যবান নই। আমার শিক্ষিকারা পর্যন্ত তারা অনেকে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

মামুন আকর্ষণটা কি দৈহিক বোঝাইতে চাইছেন?

ছফা দৈহিক আকর্ষণ একমাত্র আকর্ষণ নয়।

মামুন বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখতাচেন?

ছফা সেটা হতে পারতো, কিন্তু প্রটা হচ্ছে যেটা আমার একটা ভিশন ছিল। সেটা আমি কাউকে শেয়ার করতে দিতে চাইনি। সেই ভিশনটা হচ্ছে যেমন আমাকে বারবার বলা হয়েছে পশ্চিমা দেশে যেতে। আমেরিকা যেতে। আমার ধারণা হচ্ছে যে এখানে কিছু কাজ করে আমেরিকা থেকে আমেরিকানদের এখানে আনব বা আকৃঠে করতে পারবো। এসব প্লিজ, আমার মৃত্যুর আগে কিছু লিখবে না। একটা সময় আমার জীবনের কথা আমি লিখব। এখন যেটা, আমি মানুষকে চাটনি দিতে চাই না। আমার জীবন আকর্ষণীয় করতে চাই না। যেটুকু দুঃখের সেটুকু নির্ভেজাল দুঃখের হবে এবং যেটা আনন্দের হবে। মানুষ যখন বাইরে নিজেকে প্রেজেক্ট করে সে যা নয় তা করতে চায়। আমি চেষ্টা করবো যথাসম্ভব জীবনটা আমার রাখতে। মানে বাইরে শো করার জিনিস যেন না হয়। কষ্টের জীবন, কষ্ট করা মানুষ চাষা। চাষারা সব জায়গায় মার খায়। এখন আমি একটা মার খাওয়া মানুষ।

মামুন আপনার আইডেনটিটিকে আপনি চাষা বলছেন?

ছফা আমার পরিবার চাষা। আমার পক্ষে এটা ওভারলুক করা কষ্টকর। রঙ ছড়িয়ে কিছু বলতে চাই না। আমার পূর্বপুষরা সরাসরি উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিল। এই পরিচয় আমার অহংকার।

মামুন আপনি এস এম সুলতানের ভাবশিষ্য। তার জীবনের অনেক কিছু আপনার সাথে মিল্লা যায়।

ছফা কথাটা আংশিক সত্যি। সুলতানল কোন-কোন বিষয়ে আমার ছাত্র। গত একশ বছরে এমন বাঙালী আমরা পাইনি। ম্যাসিভ তার বিষয়-আশয়। তিনি এই বেঙ্গলের আইকন। পাশ্চাত্যে জন্ম নিলে এই লাল মিয়াকে মাথায় নিয়ে নাচতো।

মামুন আপনার জীবনের কোন্ বিষয়ে সুলতানকে ধারণ করছেন?

ছফা ভাস্ট। মহাসাগরের মতো। এই সয়েলের সবচেয়ে বড় পেইন্টার। আবার দার্শনিকও। তার এই দিকটা কেউ উন্মোচন করল না। প্লেটো এরিস্টটলের দরকার। আমাদের সমাজে এরিস্টটলদের খুবই অভাব। সবাই সক্রেটিস হতে চায়।

মামুন সুলতানের পক্ষে তার দার্শনিক সত্ত্বা আপনি উন্মোচন করলেন না কেন?

ছফা আমি প্রচেষ্টা করেছি। সময়ের অভাবে সূতো ধরতে পারিনি। এটার জন্য প্লেটো এরিস্টটলের প্রয়োজন। আমি চাকরি করি না। অনেক শ্রম দিয়ে আমাকে ভাতের ব্যবস্থা করতে হয়। আমি সুলতানকে নিয়ে লিখেছি। তাতে আমি প্রমাণ করে ছেড়েছি জয়নুল ও কামল এবং বাংলার তাবৎ সব চিত্রশিল্পীরা কেউই সুলতানের সমকক্ষ নন। তাতে অনেকের গা জ্বালা ধরে যায়। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস কেউ করেনি। সুলতানের সংস্পর্শে এসে আমার যেটা হলো, আমার ছবি আকার একটা অভ্যাস ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। কারণ সুলতান ছবি আঁকে। তিনদিনের বেশি একসাথে থাকলে তাকে সহ্য তরা যেত না। মনে হত খুন করি। আমার বহুবার এরকম মনে হয়েছে। এ-বিষয়ে পরে আমি লিখব। সুলতান ভাইয়ের বা

শি বাজানোটা ছিল একটু হেভি। ক্ল্যাসিক্যাল গণ্ডি। আমি বাশি বাজাই প্রাকটিকালি লাইট। আনন্দে। ঠুমরির মতো। সুলতান ভাইয়ের বাশি হচ্ছে খুব লম্বা- লম্বা দীর্ঘ বাকের মতো। উদার। মন খারাপ করা বাজনা। আমি বাজাই আনন্দের জন্য। আমি বাশি বাজালে মানুষ আনন্দ পায়। সুলতান ভাইয়ের যে গভীরতা সেটা মহৎ। বিরাট বিরাট প্রতিভার এই গুণ থাকে। আমরা সেইদিকে যাইতে পারবো না। রোকেয়া হলে আমার বাশির ছাত্রী ছিল অনেক। মেয়েদের মধ্যে বাশির প্রতি উৎসাহী করেছিলাম।

মামুন এখন আপনি একটু বাশি বাজাইয়া শোনান।

ছফা (কয়েক মিনিট বাশি বাজাইলেন আহমদ ছফা) এখন আমার বাশিতে আই হ্যাভ সামথিং ভেরি-ভেরি নিউ। আমি অপেক্ষা করছি। এই বছরে আমার গানগুলোর একটা ক্যাসেট বের করবো। সুরগুলো আমি করতে পারবো কিনা আমি জানিনা। কিন্তু আমার একটা ভরসা জন্মাচ্ছে, হয়তো আমি পারবো। দশদিন হাপানির পর এই হামোনিয়ামটা ধরতে প ারলাম না। একেকটা দিন যায়, লোকজনের অত্যাচার। এই কাজকর্ম এগুলো। এখন মনে হচ্ছে যেটা, আমাদের জন্য কিছু করতে পারি এমন ফিল করি মনে মনে। কোন এ্যাচিভমেন্ট আমাদের থাকবে না!

মামুন সুলতান প্রসঙ্গ যখন আসলো তখন একটা ইমপরট্যান্ট পর্বে ফিরা যাই। কাটাবন বস্তিতে আশির দশকের সুলত ানের যে স্কুল করছিলেন তার নেপথ্যের ইতিহাসটা আমাদের অজানা।

ছফা আসলে আমি তখন একটা বই পড়ি, লেখক রাশিয়ান শিক্ষাবিদ। বখে যাওয়া বাচচাদের নিয়ে তিনি একটি স্কুল করেছিলেন। সেটা ছিল গোর্কি কলোনীতে। বইটা পড়ে আমি ও আমার বন্ধু নাজিমুদ্দীন মোস্তান স্কুল গড়ার চিন্তা করল াম। আসলে মোস্তানই সব কাজ করতো। আমি ইউনিভার্সিটি এলাকায় থাকতাম। যেহেতু আমাকে সবাই চিনতো এবং অ ামি একজন লেখক, সে সময়ে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে ১০ হাজার টাকা আনছিলাম। বইতে লিখেছি সব। এইগুলি সবটাই সত্য ঘটনা। সুলতান ওই বস্তির স্কুলে তোমার সাথে একবার আসার পর আরও একবার আসছিলেন।

দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের কাছে আমি বুঝাইতে চাইছিলাম, তোমরা দরিদ্র বলেই তোমাদের ভেতর থেকে এরকম একজন জন্মাইছে। সুলতানল দরিদ্র পরিবারের। সেজন্য সুলতানের নামে স্কুলটা করলাম। এখনও স্কুলটা আছে ঝিসাহিত্য কেন্দ্রের পাশে। মাঝখানে আজিজ মার্কেটে আমার দোকানের পাশে ছিল। আমরা একটা ফাউণ্ডেশন করতেছি, সুলতান ফাউণ্ডেশন। এখন স্কুলটার নাম শিল্পী সুলতান পাঠশালা। সুলতান এই দেশে যে বিশাল ব্যাপার এটাকে কাজে লাগাতে হবে। সুলতানের স্বপ্ন ছিল এই দেশের শিশুদের কিছু শিক্ষা দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তৈরি করা। এই ফাউন্ডেশন থেকে ১০ ভলিউম বই বের করবো।

মামুন ফাউণ্ডেশন কি তৈরি হইছে?

ছফা হয়ে যাবে। কিন্তু এর আইনগত দিক আছে সেগুলোর কাজ করছি। আমার জন্ম দিন পালন করছিল আমার বন্ধুর া, হোসেন জিলুর রহমানরা। সেদিন একটা ডিসিসন হলো। আমরা একটা পত্রিকাও বার করবো 'উত্থান পর্ব'। যারা এই গভর্নমেন্টে আসবে তারা কিছু করতে পারবে না। তারা এক ধরনের অত্যাচার করবে। এক ধরনের দমন করবে। নিপীড়ন করবে। সুতরাং জনগণের ভেতর থেকে কিছু উদ্যোগ দরকার, যেখানে এগুলো সব কাজকর্ম হয় দরিদ্র মানুষদের জন্য। অ ামি সামান্য মানুষ।

আমাস্টারডামে ভ্যান গঘ মিউজিয়াম আছে। ভ্যান গঘের কিছু ছিল না এক জায়গায়। পরে ওরা সব যোগাড় করে জ াদুঘরে রক্ষা করেছে। ঢাকা শহরে এস এম সুলতানের যেসব পেইন্টিং আছে আমি নিজেই সেগুলি নিয়ে আসবো।

মামুন সুলতানকে আমাদের কেন প্রয়োজন?

ছফা সুলতানকে আমাদের এই কারণে প্রয়োজন যে সুলতান চাষার ছেলে। নিম্নমধ্যবিত্ত যেসব প্রতিভা তৈরি করেছে ত াদের চাইতে তার প্রতিভা ছাড়িয়ে গেছে। তারপর সুলতানের হিন্দু-মুসলমানের কোন বিভেদ ছিল না। বাংলাদেশের জন্য এই লোকটির খুব প্রয়োজন। এভাবে জয়নুল আবেদীনকে প্রেজেন্ট করা যাবে না। ওরা ভদ্রলোক। এভাবে কামল হাস ানকে প্রেজেন্ট করা যাবে না। এদেরকে আমাদের চাষা মজুররা ওউন করে না।

মামুন আপনি কবিতা লিখলেন, উপন্যাস লিখলেন, রাজনীতি করলেন-- তারপর এখন রাজনীতি থেইকা বিচ্ছিন্ন....

ছফা একটা সময়ে ঝিবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি গবেষণা করেছি। কিছুদিন কাজও করেছি। তখন এক এনজিওর

সেক্রেটারি হিসেবেল কাজ করেছি। লিখেছি, রাজনীতি করেছি। প্রতিষ্ঠানে ঢুকিনি। প্রতিষ্ঠানে ঢুকলে মানুষকে কন্টন করে। তুমি যদি একটা রাজনৈতিক দলে যোগ দাও অন্য পার্টির দিকে তোমার বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। এটা অজান্তেই হয়ে য ায়। তুমি যদি একটা চাকরি করো তোমার উপরের লোকদের ভয় করতে হবে, নিচের লোকদের কণা করতে হবে। তকন যদি ধরো তুমি ইনকাম গ্রুপের লোক হও, তোমার সমান না হলে তাদেরকে মানুষ বলে মর্যাদা দেবে না মনে মনে। এই যে মানুষকে হাজার রকম খণ্ডন করার চেষ্টা চলছে, আমি কার বিদ্ধে যাই? সম্পূর্ণ মানুষ কী হলয়া উচিৎ সেটার একটা প্রতীক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। জোর দিয়ে কিছু বলা যাবে না মামুন। মানুষ খুব অসহায়। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেও কি হবে, মানুষ খুব মূল্যহীন। এগুলো নিয়ে খুব অস্ফালন করার কিচ্ছু নেস। মানুষ পৃথিবী থেকে অনেক কিছু শিখে। কিন্তু ম ানুষ আরেকটা জিনিস শিখে না। বিনীত হওয়া শিখে না।

মামুন সব মানুষের ক্ষেত্রে আপনার কথাগুলি সত্য কি-না ভাবতে হইবো।

ছফা এখানে আমি কোন বিনীত লোক দেকি না। সকলের এমন ভঙ্গি যে, আমি না হলে জগৎ সৃষ্টি হতো না। এমনকি জয়নুল আবেদীন সাহেবদের মধ্যেও এই জিনিসটা ছিল। রাজ্জাক স্যারের মধ্যেও আছে। পরবর্তী জেনারেশনের মধ্যে বিনয় জিনিসটা নাস। কিছু বলতে গেলে কুকুরের মতো চিৎকার করে। এভাবে চলতে পারে না। এভাবে চলতে থাকলে এখানে কোন মহৎ সৃষ্টি আশা করা যায় না। কিছু চেঞ্জ এখানে হওয়া দরকার, অন্তত আমাদের একটা উপলদ্দি করা উচিৎ যে... রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অতো গদ-গদ ভাব নেই। লোকটার দৈর্ঘ প্রস্ত মাপার তো একটু চেষ্টা করতে হয় যখন এই ভাষায় কথা বলি। আমাদের পৃথিবীতে একটা জায়গা আছে কি-না সেটা আমাদের খুঁজে দেখার একটা সময় এসে গেছে। আমাদের সকল লোকজন, বাঙালী মুসলমান যারা রোযা রাখে, নামাজ পড়ে, পান খায়, থুতু ফেলে, রাস্তাঘ াটে পায়খানা প্রস্রাব করে রাখে, ঝগড়াঝাটি করে, বুঝেছো! এদের জীবনের মধ্যে কোন অমৃত আছে কি-না এটা আমি খে াজ করে দেখার খুব আকাঙ্খা পোষণ করি। সময় পাই না। আমি নিজে জাত চাষা। অনেকে চাষার ছেলে আসল পরিচয় দেয় না। তাদেরকে মনে করে জঞ্জাল। আমি মনে করি না। আমি দারিদ্রকে আমার অলংকার মনে করি।

মামুন বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়া আপনার অহংকার করা কথাবার্তা আমাদের জানা আছে।

ছফা আমার ধারণা ইলিয়াস ভাই খুব বড় মাপের লেখক। পশ্চিম বাংলার যে-কোন লেখকের চাইতে আমরা ভালো লিখি। আমি ভালো লিখি। আমাকে বলতে হবে লেনিনের কবিতাটা, দেশ পত্রিকা লোক পাঠাইছে। ১০ হাজার দিলেও ছাপব না। আমি কেয়ার করি না। ৭১ থেকে আমি বলেছি তোমাদের কাগজে আমি লেখব না। তোমরা মুসলমান বিদ্ধেষী পত্রিকা।

মামুন এইভাবে বলেছেন আপনি?

ছফা হা। সেভেন্টি ওয়ানে আমি বেড়িয়ে আসছি ও দের অফিস থেকে। এরপর থেকে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ তার ব াড়িতে নিয়া রাখছে। মাসে ৫০০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দিতেন যতদিন কলকাতায় ছিলাম।

আমি যেটা মনে করি, বাংলাদেশে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা তো পৃথিবীর দিকে যাচ্ছিগো। পৃথিবীর বাইরের লে াক আমার কথা শুনছে। লেনিনের কবিতাটি এখানে ছাপা হয়েছে। ক'দিন পরে এটা নি ইয়র্ক থেকে হয়তো বাইর হবে। অ ামাদের ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত। কিন্তু প্রাটি হচ্ছে কলিকাতার যে প্রাকটিক্যাল কায়েমী স্বার্থবাদী, কলিকাতার বই প্রকাশক, তাদের এদেশীয় যারা পার্টনার, যেমন শামসুর রাহমান-- এদের সবাইকে কলিকাতার আনন্দ পুরস্কার দেয় তাদের বা ণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। যেমন ধরো, কায়সুল হক একটা বলদ। বলিও আমি কইছি।

মামুন কোন অসুবিধা নাই তো?

ছফা কি করবে আমারে? কাইটা দিওনা এসব। অমিয় ভূষণের একটা লেখা ছাপছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে, এইটা কিছু হইছে? কলকাতার হলেই কেন গদ-গদ ব্যাপার। অমিয় বাবুকে আমি অর্ডার দিয়া একটা তিন কণ্ড আলাদা লেখা লেখ াইতে পারি। তুমি মনে করো ওঙ্কার-এর চিত্রনাট্য তৈরি করার জন্য সত্যজিৎ রায় অনেকদিন আগ্রহী ছিল।

মামুন উনি সম্মত হইছিলেন?

ছফা ছিল। আমি তো, আমার সঙ্গে পরিচয় হয়নি তার, বই তো ইয়ে কারো মোটা লম্বা আ-আ ঐ কে কি নাম ওর, সম্ভবত নাম আনোয়ার.....

মামুন এইটা পাঠকদের জানা দরকার, সত্যজিৎ রায়ের সাথে আপনার যোগাযোগ ঘটছিল কি-না।
ছফা উনিই নিয়ে গেছিলেন। সত্যজিতের সাথে আমার দেখা হয় নাই। কিন্তু শুনেছি ওঙ্কার-এর জন্য তার আগ্রহ ছিল। সুতরাং এগুলো নিয়ে উই ক্যান ক্রিয়েট মিরাকল। পশ্চিম বাংলা নয়, এশিয়ার মধ্যে আমাদের একটা মূল্যবান স্থান আছে।
মামুন তাইলে আপনি বলতেছেন আমাদের সাহিত্য কোনো মতেই নিম্নমানের না। আন্তর্জাতিক মানের।
ছফা নিশ্চয়ই। আমাদের যথেষ্ঠ ভালো লেখা আছে। সেগুলো পশ্চিম বাংলা কাউন্ট করে না। ওরা আমাদের মুবিব স াজতে চায়। আমাদের উপেক্ষা করে।
মামুন এইটাতো সব দেশে আছে...
ছফা না না। আমাদের সাহিত্যে যে বিকাশটা হওয়া উচিৎ ছিলো সেটা হয়নি। হয়নি একটি কারেণে, কলিকাতার অবিভাবকত্ব।
মামুন সে অবিভাবকত্বের জন্য আমাদের কিছু লেখককে আপনি দায়ী করতেছেন?
ছফা লেখক নয়। আমাদের টোটাল পলিটিক্সটা ভারতমুখিনতা। আমি চ্যালেঞ্জ করে লিখছি কলিকাতাতে এখন যেমন প্রতিক্ষণ আমার বই চায়, তাদেরকে আমি দিবো। কিন্তু আনন্দবাজারে দিবো না।
মামুন প্রতিক্ষণে দিয়া দিছিলেন?
ছফা দিয়ে দিচ্ছি।
মামুন আপনি আমাদের লেখকদের একটা অংশকে সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য দায়ী করেন?
ছফা কি করা যাবে বল, রাজায় কইছে চুদির ভাস আনন্দের আর সীমা নাই। এরকম-তো ব্যাপার আছেই। আমার তে া পশ্চিমা দুনিয়া কি কয় তা দেখা। আমি মনে করি আমার স্বীকৃতি নিয়া পশ্চিম বাংলা কি বলতে চায় সেটা আমার লুক অ াউট নয়। আমি পৃথিবীর গন্দ এবং পৃথিবীর স্বাদ বুঝি। তুমি দেখবা আমি যখন আমেরিকা যাবো তখন ওখানেও ঝড় তুলবো। তখন ওখানকার পণ্ডিতদের সঙ্গে আমি দেখবে কিভাবে মিশে গেচি। সুলতানের বিালত্ব চিন্তা করো, ৭৬-এর অ াগে এই জায়ান্ট কোথায় ছিলো? কেউ তাকে আবিষ্কার করলো না কেন? এই আমি যেভাবে তাকে প্রেজেন্ট করেছি, অ ারেকজন লোক আসুক!
মামুন সুলতান ছাড়া আপনার জীবনে আর কোন মহামানবের সাক্ষাৎ পাননি? সম্ভবত সুলতানের পক্ষপাতিত্ব করতেছেন আপনি।
ছফা করতেই হচ্ছে। পৃথিবীর কাছে আমার সময়ে দেখা এর চাইতে বড় মাপের বাঙালি আর তো নাই। জয়নুল অ াবেদীনকে নিয়ে কত চেষ্টা করছে তারা, কেউ তাকে দাড় করাতে পারছে? অথচ কতো কিছু ছিলো লোকটার মধ্যে। লেট ওয়ান্ট পিপল কাম টু মি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিই এই অন্ধগুলির হাস্যকর আস্ফালন। আসলে জয়নুল আবেদীনের মধ্যে মাটির এবং ফোকের যে বিশাল আয়োজন ছিল গর্দভরা তা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে।
মামুন এইটাতো জনয়নুল আবেদীনের সমস্যা না।
ছফা অবশ্যই না। তবে আবেদীন সাহেব তার সময়ের মূর্খ সমালোচকদের খপ্পরে পড়েছিলেন। তারা তাকে ন্যায্য মূল্য ায়ন করেনি। তিনি এবং তার সময়ের শিল্পীরা এস এম সুলতানকে কালো চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। আমি হ্যাচ্কা ট ান দিয়ে চাদরটা সরিয়েছি। এই কর্মটি সাহেব শিল্পীদের পছন্দ হয়নি। আমার আনন্দিত হওয়ার কারণ এই যে, সুলতান নিজেই এক আগ্নেয়গীরির মতো। সে সবাইকে বিস্মিত করেছে।
মামুন পরে সুলতান নিয়ে কথা বলব। আইচ্ছা, আপনি সরাসরি রাজনীতিতে আসছিলেন কেন? আপনি কি মনে করেন আপনার লেখালেখিকে আপনি নষ্ট করছিলেন কিছুটা হইলেও?
ছফা না। রাজনীতি হচ্চে এ-যুগের মানুষের নিয়তি। রাজনীতি যে বুঝে না, করতে চায় না, সে লোক কিছুই করতে প ারবে না। শামসুর রাহমান আগে যখন রাজনীতি না করতো, বুঝেছেন, তিনি একজন আর্টিস্ট বিহাইণ্ড দ্যা স্লেভ অব র াজনীতি। আমার দেশে আমিরিকানরা ঘাটি করছে আমার কথা থাকবে না সেখানে? আমার দেশে ইন্ডিয়ার বাণিজ্য স ম্প্রসারণ হচ্ছে সেখানে আমার কথা থাকবে না? আমার দেশে পুলিশ অত্যাচার করবে সেখানে আমার কথা থাকবে ন া?

মামুন সেইটা আপনি সরাসরি রাজনীতি না কইরা করতে পারতেন না?

ছফা কোন পার্টি যদি ভালো কাজ করে তবে আমি সাপোর্ট দিতে আপত্তি কী? এই মুহূর্তে আমি কোন পার্টির সাপোর্টার না। নিজেই একটা পার্টি করাতে চাইছি।

মামুন আবার পার্টি করাইতে চান আপনি?

ছফা সরাসরি দরকার হলে যাবো না কেন।

মামুন সে রকম চিন্তা-ভাবনা করছেন আপনি রাজনীতি করানোর জন্য?

ছফা কথাবার্তা বলছি সবাই। অনেকেই বলছে ঠিক আছে নতুন রাজনৈতিক দল করবো। এই যেমন ধরো চোর ডাকু বদমাইশ এদের আন্ডারে মানুষ বাঁচে কী করে। জীবন বাচে কেমন করে?

মামুন কিন্তু সহ্য তো করতেছেন আইজকা সাতাইশ বছর ধইরা।

ছফা সাতাশ আটাশ বছর ধরে প্রতিবাদ করে...

মামুন এক জীবনের অর্ধেক সময় পার হইয়া গেলো।

ছফা প্রতিবাদ করে, এটাই হচ্ছে জীবন। সম্ভবত আমি লেখকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে চলেছি। আপোষ আমি করতে জানি না। আমার জন্মই হয়েছে ভয়ংকরভাবে বৈষম্যের বিদ্ধে প্রতিবাদ করা।

মামুন আপনি একটু আগে বললেন রাজনীতির কথা, কিন্তু লিখলেন পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণে রাজনৈতিক জীবনের গ্লানি ও হতাশার কথা-- 'এইযে এতোদিন আমি কোন্ মরীচিকার পেছনে ছিলাম, এখন অনুভব করছি আমি ভীষণ একাকী'.....

ছফা এ ধরনের অনুভূতি লেনিন-এর ছিল আর কী। খুব মেধাবী মানুষদের মধ্যে অনেক সময় হতাশার কারণে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এ-ধরনের মনোভাবের জন্য দেশ বা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

মামুন এখন প্রশ্ন হইলো কী ধরনের রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করবেন যা কোনদিন বিফল হইবো না?

ছফা কোনদিন বিফল হবে না এমন কথা আল্লাহতালার ভাণ্ডারে নাই। সব কাজেরই একটা সীমা আছে, পরিধি আছে। এমন কী আল্লাহতালা এই জগত বানিয়েছেন এটাও তিনি স্থায়ীভাবে রাখবেন না। ধবংস করে ফেলবেন, তিনি বলছেন। সুতরাং কোন কাজই আমি চিরকালের জন্য করি না।

মামুন কিন্তু আপনি মনোবাসনা প্রকাশ করছেন রাজনীতি করবেন, কোন্ রাজনীতি করবেন কার রাজনীতি করবেন?

ছফা একজাক্টলি। কোনো মানুষ যদি আমার অনুভবটা বুঝতে পারতো.... যদি আমি না করে অমুক করতো কিংবা এই তোফায়েল আহমদ করতো দেশের অনেক উপকার হতো। তাদের যদি অন্তরে নতুন ধরনের শিক্ষা থাকতো তাহলে দেশের খেদমত করতে পারতো। আমি যকন বলছি আমার জীবনটা বৃথা গেলো, এর মধ্যে তণদের কিছু শেখার আছে। মানুষের ভুলগুলো আটকে রাখা বুঝনেওয়ালা লোকদের জন্য-- সেটা হচ্ছে পাপ। এসমস্ত ব্যক্তি হচ্ছে পাপী লোক। তো নিজের কথাতো কি উপায়ে লাভ করা! যেভাবে তুমি শিল্পী হও, তুমি ধার্মীক হও, তুমি প্রেমিক হল, তুমি কৃষক হও।

মামুন কিন্তু একসময় আপনি জাসদের রাজনীতিকে সাংঘাতিকভাবে সমর্থন দিছিলেন।

ছফা হ্যা করতাম। আমি একমাত্র লোক যে রাজনীতি ৭০-এর দশকে করেছি তা এখনো বিশ্বাস করি।

মামুন এখন আমার মনে হইতেছে যে আপনি ভুল করছিলেন।

ছফা না না। আমি ছাড়া সবাই যেমন ভুল করেছে মনে করে, আমি একমাত্র ব্যক্তি, আমি মনে করি ভুল করি নাই।

মামুন এখনও আপনি বলতেছেন ভুল করেন নাই?

ছফা নিশ্চয়ই না।

মামুন তাইলে ওরা এইভাবে ভাইঙ্গা খান খান হইয়া গেলো কেন? কিছু দাড়া করাইতে পারলো না, একটা জেনারেশন শেষ কইরা দিলো ওরা।

ছফা সেইটা হলো যে শেখ মুজিবের অনাচার অত্যাচার। এটার বিদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারা, এইটা একটা ফরয কাজ ছিলো আমাদের।

মামুন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর-পর.....

ছফা আমি করতে পেরেছি এজন্যে নিজেকে কী- না প্রতিদিন নিজের গলায় মালা পরাই। শেখ মুজিবের যে অত্যাচার ত ার সাথে কোন তুলনা অত্যাচারের তুলনা হয় না। আমি আসলে ভয়ে-ভয়ে থাকতাম কখন কীভাবে এসে তুলে নিয়ে য াবে।

মামুন কিন্তু তার অবদানকে অস্বীকার করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেতৃত্বের ব্যাপারে?

ছফা সেটাতো ইতিহাসের পাঠ, অস্বীকার করবো কেন? প্রতিটি হচ্ছে...

মামুন জাতির জনক, এ-ধরনের বিশ্বাস থাকলে আপনার ক্ষতিটা কী?

ছফা জাতির জনক আমি বিশ্বাসই করি না। জাতির জনক, আমার জাতির জনক লাগবে কেন?

মামুন বিভিন্ন দেশের থাকে না!

ছফা আমেরিকার জর্জ ওয়াংশিংটনকে ফাদার অব দ্যা নেশন বলে না।

মামুন কিন্তু ওই রকমের মর্যাদা দেয় তাকে।

ছফা দিক্, দিলে দিক্ মর্যাদা। ফাদার অব দ্যা নেশন বলে আজ এটা খাবে, কালকে ওটা খাবে, আজ হসপিটালে য াবে.... কালকে ভিজে যাবে, এই পরিবারটা এখানে যাবে ওখানে যাবে এটা কী?

মামুন সে কারণে তাকে বঙ্গবন্ধু বলতে চান না আপনি?

ছফা বঙ্গবন্ধু তারে আমি বলি না। বঙ্গবন্ধু শব্দটার অর্থ হচ্ছে একটা খারাপ শব্দ। কারণ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস দেশবন্ধু আবিষ্কার করেছিলো।

মামুন চিত্তরঞ্জন ...

ছফা বুঝেছো? সেটার ইয়ে হচ্ছে আবিষ্কার হয়েছে। নকল করেছে ইয়ে দেশবন্ধুরে। কিন্তু এটা বৃটিশ বিরোধী আন্দে ালন ছিল না, এটা নতুন জাতির জাগরণের আন্দোলন। শেখ মুজিবের মতো নেতাকে কে অস্বীকার করলো সেটা জানলে আমি আপত্তি করতাম না। শেখ মুজিবকে ব্যক্তিগতভাবে, আমি যে তিনটি লেখা লিখছি এর চাইতে ভালো লেখা আর কেউ লেখতে পারে নাই এইখানে।

মামুন আপনি বলতেছেন আপনি ঠিক পথে ছিলেন, এবং প্রত্যেকদিন মালা পরান নিজেকে....

ছফা হ্যাঁ হ্যাঁ।

মামুন কিন্তু সিরাজুল আলম খান যারা নেতৃত্ব দিছিলেন দলটির তারা-তো বলে যে আমরা ভুলই করছি।

ছফা তারা বলতে পারে, তারা বলতে পারে কিন্তু আমি জানি মুজিবের অন্যায়ের বিদ্ধে প্রতিবাদ করা একটি সাহসী এবং গুত্বপূর্ণ কাজ।

মামুন তাইলে আপনি আবার সরাসরি রাজনীতি থেইকা সইরা আসলেন কেন সামরিক শাসনের এত বছরগুলিতে?

ছফা আমি কোন্ সামরিক শাসনের সঙ্গে গেছি?

মামুন না কোনদিনও যান নাই আপনি।

ছফা কি করতে পারতাম বলো?

মামুন সরাসরি যেমন প্রতিবাদ করছেন বিভিন্ন সময়, জাসদের সময় করছেন, সে-রকম সক্রিয় আপনি ছিলেন না।

ছফা তখন জাসদ সংগঠন হিসেবে ভেঙ্গে গেছে, আমি একা তো করতে পারি না। আমার অর্থনৈতিক, সমামাজিক, স াংস্কৃতিক অবস্থা এমন জায়গায় ছিলো না যে, আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারি। জিয়াউর রহমান সাব ইয়াহিয়া এরশাদ সাব সুলতানকে যে বাড়ি করে দিল এগুলো তো আমার অনুরোধেই করে দিল। আমাকে উনি ডাকছিলেন, আড়াইঘন্টা সময় আছে ভোর হতে। মুন্নাকে দিয়ে মেজর, আমি যে রাত্রিবেলা যাবো না। আপনি সকাল বেলা খবর দেন। সকালে দেখা করলাম। বললাম, আপনার কোন ইচ্ছা থাকলে সুলতানকে যদি পারেন কিছু করেন। তার পরেই তার বাড়িটা করে দিল।

মামুন '৮৩ সালে। কিন্তু এস এম সুলতানকে এরশাদের কাছে আপনি নিয়া যান নাই। এরসশাদ ও সুলতানের প্রথম স াক্ষাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি। সেখানে আপনি অনুপস্থিত।

ছফা হয়তো আমি ভুল বলতে পারি। তুমি যখন বলছো তোমার কথাটাই মেনে নিলাম। কারণ সুলতানের সাথে তোম

ারও যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। আমি কোনো ব্যাপারে নিজেকে একেবারে আসল সাহসী বীর পুষ, এ দাবী আমি করি না। আমি কিছুটা ক্ষ্যাপাটে, কিছুটা বোকা, কিছুটা ধূর্ত, কিছুটা স্বার্থপর, এরকম মানুষ। আমি নিজেকে কোন মহাপুষ মনে করি না।

মামুন আপনি বললেন কিছুটা স্বার্থপর কিছুটা বোকা কিছুটা ধূর্ত হইলে তো একটা মানুষের মধ্যে গোজামিল রইয়া গেলো।

ছফা একটা মানুষের মধ্যেই গোজামিল থাকে। কিন্তু সাপ সে হাণ্ড্রেড পাসেন্টে সাপ। যে শেয়াল সে হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট শেয়াল। মানুষ সাপল হইতে পারে, শিয়ালও হইতে পারে, পাখিও হইতে পারে। মানুষেরই বিভিন্ন চরিত্র নেয়ার ক্ষমতা আছে। বুঝেছো, গ্রাম দেশে আগে সাপ আর শিয়াল পাওয়া যাইতো। এগুলো নাই এখন। কারণ, সাপ শিয়াল এরা ম ানুষ হিসাবে জন্মাইতে আরম্ভ করছে। সুতরাং যেটা আমি বললাম কোন মানুষকে এবসল্যুট ভালো আমি মনেল করি না। নিজেকেল মনে করি না তা। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ভূমিকা অবশ্যই অনস্বীকার্য। সেটাকে সম্মান দিতে রাজী আছি, কিন্তু বাবা ডাকতে পারবো না। বাপ ডাকলে সম্মান করা হয় না।

মামুন '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে এবং বিভিন্ন সময়ে মওলানা ভাসানীর ভূমিকাটা কিভাবে দেখেন আপনি?

ছফা মওলানা ভাসানীকে আমি খুব বড় মাপের মানুষ হিসাবে দেখি। শেখ মুজিবকে বাপ হিসেবে আমি দেখি না। মওল ানা ভাসানীই ইজ দ্যা ফার্স্ট হু প্রডিউস মুজিব।

মামুন ফারাক্কার ব্যাপারে তার জীবনের শেষ দিনগুলিতে আন্দোলনের কথা মনে আছে?

ছফা মওলানা ভাসানীকে মনে হয়েছিলো আমার বাবা, আমার মনে হয়েছে সে জলদেবতা। আমি তার জন্য কাজ করে দু'কোটি টাকা ভিক্ষা করে এনে খরচ করেছি। যে সমস্ত লোক কৃষকের কাজ করেছে, আমি কৃষকের ছাওয়াল, আর লে াকসমাজের কাছে আমার কমিটমেন্ট নাই কৃষক সমাজ ছাড়া।

মামুন আইচছা আপনার যৌবনে আপনি রাজনীতির মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব ঘটাইতে চাইছিলেন।

ছফা হু।

মামুন সেই সময় দেশের সার্বিক অবস্থায় আহমদ ছফার কি ধরনের প্রস্তুতি ছিলো বিপ্লব ঘটানোর জন্যে?

ছফা ছিলো না কিন্তু, দেট ওয়াজ এ ড্রিম। আমার নয়, গোটা পৃথিবীর মাঝে ছিলো ড্রিম। সেটা ইউরোপে আমেরিকায় সব জায়গায় গীষণভাবে দোলা দিয়েছিল। অল সিক্সটিজ-এর ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে। তারিখ আলীরা বেরিয়ে আসছে। রাস্তায় নেমেছে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জ্যা পল সার্ত্রে।

মামুন ভিয়েতনামের যুদ্ধ...

ছফা যুদ্ধ। এখানে হচ্ছে আইউব খান বিরোধী আন্দোলন। গোটা পৃথিবীব্যাপী হচ্ছে ইউফোরিয়া। আই ওয়াজ এ পার্ট অব ইট। এবং বেশিরভাগ লোক তাদের সময়টাকে বুঝে না। সময়টাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ শেখ মুজিব নয়। মুক্তিযুদ্ধ আমারও মুক্তিযুদ্ধ। শেখ মুজিব ইনসিডেন্টলি হি ওয়াজ দ্যা লিডার। লিডার যদি আর কেউ হতো তা হলেও ম ানতাম আমি। জাতি মুক্তিযুদ্ধ চেয়েছিলো, দেয়ার ওয়াজ এ মুীক্তযুদ্ধ, শেখ মুজিব হিজ নেম ওয়াজ ইউজড। এটা যদি শেখ মুজিবের....

মামুন তাইলে কার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ?

ছফা শেখ মুজিবের। আহ্-- তার নেতৃত্ব আমরা অস্বীকার করিনি। মেনেছি। কিন্তু সে আমার মাথা কিনে নিয়েছে এ জন্য যথেষ্ট নয়। মুক্তিযুদ্ধটা আমার জাতির মুক্তিযুদ্ধ। আমরা ত্যাগ স্বীকার করেছি। শেখ মুজিবের ত্যাগের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আমার বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে এগুলো মেরামত করে এখনো বানাতে পারিনি। এখনো মুক্তিযুদ্ধর কারণে আ মি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছি।

মামুন এর সমাধান কোথায়?

ছফা হয়তো সমাধান এ জীবনে হবে না। উই উইল এণ্ড আওয়ার লাইফ দিস ওয়ে। এরকম শুধু আমি না, হাজার হাজ ার লোক মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে। শেখ মুজিবরকে বাবা ডাকলে সেগুলোর জবাব আছে?

মামুন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে মেধাবী ছাত্র ভালো ছাত্র জাসদ করছিল তারা এখন প্রায় সবাই বলছে সঠিক র াজনীতি করে নাই।

ছফা শেখ মুজিব ভুল করে নাই?

মামুন যারা ভুল করলো ঐসব নেতাদের আপনি নিন্দা করেন না?

ছফা করি না। করি না। করিনা কারণ, জাসদ একটা সময় পার করছে। সিপিবি কি করছে?

মামুন হ্যাঁ ওরাও তাই একই অবস্থা করছে, ওরাও ভুল করছে।

ছফা তাহলে শেখ মুজিব বাকশাল বানাইতে বললো কেন? এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সিচ্যুয়েশন এবং সিরাজুল আলমকে সে নিজেই সেভ করলো। আর অন্য সবাইয়ের এরেষ্ট কইরা তাজউদ্দিনের ক্ষমতা ছিনতাই করলেন কেন? সুতরাং জাদসকে সবাই গাল দেয় যেহেতু কাউকে গালি দেয়া দরকার।

মামুন কারণগুলি ইন্টারেস্টিং এবং কন্ট্রোভার্সিয়াল।

ছফা শেখ মুজিবকে কি আমরা মেরেছি? জাসদ মেরেছে? শেখ মুজিবকে মেরেছে আওয়ামী লীগ। মুশতাক। সিরাজুল আলমরা লীগের পার্টির অংশ। যান দেখেন, গো ব্যাক। আমরা আওয়ামী লীগ থেকে আসি নাই। আমি আসছি কবিউনিস্ট পার্টি থেকে।

মামুন তা আপনি এখন আর কমিউনিজমে বিশ্বাস করেন না কেন?

ছফা কমিউনিজমে আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না। কারণ কমিউনিজম, কমিউনিজম হচ্ছে ভাত খাও ঘুরো-ফিরো, কিন্তু কথা বলতে পারবো না। এইগুলি আমি বিশ্বাস করতে চাই না। আমি চাই গরিব কৃষকেরা, গরিব শ্রমিকেরা ভাত খাবে আর আনন্দে গান গাইবে। আমি অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিদ্ধে লিখেছি। গলাবাজি করেছি। এ-ধরনের সাহসী কথাবার্তা বামদের সাথে থেকে করা সহজ। তারা এলাউ করে গরিবদের পক্ষে কথা বলার জন্য।

মামুন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন আপনি?

ছফা তাও করতাম না।

মামুন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে?

ছফা আমি কতগুলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চাইছি। কারণ যেটা কমিউনিজম সেটাও অনেক কিছু হজম করে। অনেক কথা বলে না। আমি কোন ইস্যুতে রাখঢাক করি নাই। কোন ইজম আমার কাছে গ্রাহ্য নয়। প্রতিবাদ হচ্ছে আমার প্রবণতা।

মামুন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ছাড়া সেটা অন্য দলে গিয়া করা যাইতো না?

ছফা কমিউনিষ্টরা কি শেখ মুজিবের বিদ্ধে কিছু বলতো? অলি আহমদের দল কি শেখ মুজিবের বিদ্ধে কিছু বলতো?

মামুন কিছু কিছু বলতো।

ছফা মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যাইতো?

মামুন তা যাইতো না।

ছফা আমি কি মৌলবাদী মুসলমানদের সাথে ভিড়তে পারি?

মামুন না পারতেন না। সেইটা কোনোদিনও পারবেন না।

ছফা সুতরাং এইটাই ছিলো নিয়তি। আমি পারলে একাত্তর, তিহাত্তর বা চুহাত্তর-এর সময়গুলো আবার ফেরৎ আনতে চাই। আমি একমাত্র লোক জাসদ ফ্রন্টের মধ্যে, যে নিজের কৃতকর্মের জন্য গর্ববোধ করে।

মামুন আমার মনে হয় আপনি একপেশ কথাবার্তা বলতেছেন।

ছফা কী?

মামুন এইটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা...

ছফা হু।

মামুন ভুল হইতে পারে, আমার মনে হয় আপনি প্রতিদিন নতুন নতুন চিন্তা -ভাবনা করেন, অনেক সময় অবাস্তব বা উদ্ভট চিন্তা-ভাবনাও করেন।

ছফা করি।

মামুন আপনি থাইমা থাকতে পারেন না, আপনি নদীর মত একটা বহমান চরিত্র।

ছফা ও আল্লা-আ, একদিন আমাদের দেশের মানুষ যারা ওরা মনে করে যে জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, বুঝেছো, তারা একটি সত্য পথের দিকে চলছে। কিন্তু রেল লাইনের মতো তারা নির্দিষ্ট জায়গায় যায়, নির্দিষ্ট স্টেশনে নামে। প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্যে সবচাইতে পরিবর্তনশীল যে প্রাণী তার নাম হচ্ছে মানুষ। মানুষের ইতিহাসের এত সমৃদ্ধি হয়েছে কেন জানো?

মামুন কেন?

ছফা মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে। এবং যে এই পরিবর্তনের বেগ ধারণ করতে পারে না সেতো সামনের দিকে যায় না। মানুষ আমি, হয়তো ভুল করি। ভুল করার সাহস না থাকলে দু-একটা শুদ্ধ করবো ক্যামনে। আমার নিজের সম্পর্কে এমন কোনো বিরাট দাবী আমার নেই। এবং যেটা, যারা কিছু কাজ করেছে জীবনে তাদের গল্প স্বল্প আমি পাঠ করেছি। তাদের জীবনের কাহিনী শুনেছি। আমরা হলাম নিতান্ত সামান্য মানুষ। আমাদের জীবনের কাজের মধ্যে যে-সব সময় একটা মহত্ব আরোপ করা হয়, এটাও....

মামুন এইটা আরোপিত আর কি।

ছফা এটা ওদের... কী করবেন, কখনো যদি কিছু, ধন আজ থেকে যদি দশ বছর বিশ বছর একশ পঞ্চাশ বছর বাদে, আমার মৃত্যুর পরে কোন প্যাশনেট তণ যদি আমার কাজের মধ্যে কোন একটা অর্থ খুজতে চেষ্টা করে, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

মামুন দীর্ঘ সময় আপনি লিখলেন, প্রায় তিরিশ বছর বা বেশি, তা আপনি কী মনে করেন যে একটা পার্ফেকশনেট পর্যায়ে গেছেন বা আপনার বইগুলো ঝিমানের?

ছফা না। ঝিমানের কোন কোন লেখা আমার ওঠেছে, ফিল করি।

মামুন কোন্ কোন্ লেখা?

ছফা পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ ঝিমানের। ওঙ্কার ঝিমানের।

মামুন কিছুক্ষণ আগে আপনি বললেন যে গীতাঞ্জলীর সাথে তুলনা করতে, আমি কি লিখতে পারবো এই কথা?

ছফা না, এইটা লিইখেন না।

মামুন আইচ্ছা ঠিক আছে। আমি জাইনা রাখলাম।

ছফা মানুষ এইটা অঅপ-অপ...

মামুন শেষে চিঠিপত্র হৈ চৈ...

ছফা অপব্যাখ্যা করবে।

মামুন ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি।

ছফা গীতাঞ্জলীর যে কাহিনী তা এর চাইতে খারাপ ছিলো। গীতাঞ্জলী সাতশ কপি ছাপা হইছিল। চুরি অইছিল না কি-জানি অইছিল। এইখানে ই করছে অনেক কালেকশন বাকি আছে গীতাঞ্চকজলীর ভেতরে। সেগুলো বইলা লাভ নাই। মুখ খুলতে লাগবে বলতে। না সেটা নয়, আমরা দরিদ্র দেশের মানুষ। পৃথিবীতে একটা জায়গা আছে কি-না, অর্থাৎ আপনি যদি আপনার জায়গায় বসে থাকেন তখন আর কারো কিছু বলার লাগে না। ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর এ কিং, কাটা বনে শিয়াল রাজার মতো। সেখানে আপনার..... আমি জানি না আমি এপ্রোচটা তৈরি করতে পেরেছি কী-না। ওঙ্কারটা-হ্যা, আমাকে বলছে, এখন আমাকে বলছে গাভী বিত্তান্ত বলে যে উপন্যাসটা, অনুবাদ করতে চায়।

মামুন কে লেখবে এটা?

ছফা মেরি। এটাকে অনুবাদ করার জন্য উতলা হয়ে গ্যাছে, কন্!

মামুন কিনা পুরা নাম তার?

ছফা মেরি ডানহাম।

মামুন মেরি ডানহাম!

ছফা হ্যাঁ।

মামুন কি করেণ উনি এইখানে?

ছফা আমেরিকাতে ঐ-যে বাংলাদেশের জারীগানের পর একটা বই লিখছে। জারীগান অব বাংলাদেশ। কালকে অ াসলে আমি দেখাবো। তখন যেটা হলো এই যে আমাকে লেখা তার চিঠিগুলো দেখাবো। ঐ-যে ক্যারোলিনারকে নিয়া না কি সে চেষ্টা করছে আমার কবিতাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করবার জন্য।

মামুন ক্যারোলিন রাইট?

ছফা আমি জানি না উনি লিখছেন কিংহাম।

মামুন সে'ই অনুবাদ করে বাংলাদেশের কবিতা।

ছফা তখন বলছে যে আমার অনুবাদের জন্য আলাদা লোক তারা খুজে বাইর করতে চাইছে। যেন আমি করলে ভাষ ার ডিকশনটা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ আমেরিকান পিপলের কাছে সেইটা কোথায় আমার ভেতরে যে কাপনটা উঠছে, আ মি এক জাপানি ভদ্রলোক, যিনি বোধকরি, তাকে চিনতাম। তখন আমাদের মধ্যে কোন একটা কাপন যখন উঠছে সেটা ব াইরের ঢেউটা লাগছে। হোয়াট ইট ইজ? আমি জার্মান, ফ্রেঞ্চ ইংল্যাণ্ড এ সমস্ত- জাপানিজ এদের সঙ্গে যে যোগাযোগটা হচ্ছে সেটাতো অনুবাদকদের নিয়ে একটা ওয়ালর্ঠ ওয়াইড কমিটি হয়ে যেতে পারে। জাপানিজ এণ্ড জার্মান...

মামুন জার্মানি!

ছফা ইংরাজি, হিন্দি তখনতো সেটা এগুলো ব্যাপার যেটা কখন কিভাবে হয়....

মামুন বলা মুসকিল...

ছফা এগুলো ঠিক। এগুলো, এগুলো প্রচার করার জিনিস না। জাস্ট ফুলটা যখন ফুটে, ফুটে গেল।

মামুন আইচ্ছা, আপনাকে অনেকে মনে করে আনহ্যাপি এণ্ড এ্যাংরি রাইটার। মানে এই ত্রেজটা আপনি কীভাবে অর্জন করলেন বা এইটা আপনি স্বীকার করেন কী-না? আনহ্যাপি এণ্ড এ্যাংরি।

ছফা আনহ্যাপি কেন হবো আমি। বিয়ে করিনি বলে?

মামুন হইতে পারে তাও একটা বড় শর্ত।

ছফা ও আল্লা আ আ। এই...

মামুন সেইটারও একটা মানে আছে।

ছফা মানুষ যদি আর'কী না এগুলো...

মামুন প্রেম করছেন কিন্তু বিয়া করেন নাই। আবার সুন্দরীদের পছন্দ করেন।

ছফা সেটা, অর্থাৎ এই বাংলাদেশের লোক যদি আমাকে খুব আনহ্যাপি ভাবতে চায়, ভেবে আনন্দ পায়, অল রাইট অ ামি আনহ্যাপি। তারা যদি আনন্দ পেয়ে বলে আমি সত্যিই আনহ্যাপি। বাট হু ইজ হ্যাপি রাইটার হিয়ার? একজন নাম বলুন যাকে হ্যাপি রাইটার বলতে পারি?

মামুন শামসুর রাহমান। পুরস্কার, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছেন, বক্তৃতা দিতেছেন। সরকারি সম্মান সবই পাইতেছেন।

ছফা সে তো, আমি তো আওয়ামী লীগ করলে শামসুর রাহমানের বস হতাম।

মামুন না, আপনি....

ছফা আমি যদি কালকেই আওয়ামী লীগে যাই আই উইল বি দ্যা বস অব শামসুর রাহমান। সেতো ওবায়দুল ক াদেরের আণ্ডারে কাজ করছে। সেটাতো, কবির চৌধুরী কিছু না করেই বড় সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি পাইয়া গেলো। সৈয়দ হক তরল পদার্থের মত যে পাত্রে রাখে তার আকার ধারণ করে। তাকে প্রতারক বললে কম হবে। সুতরাং এই এরশাদ আর কি-না, যখন ক্ষমতায় ছিলো, সেতো হিজড়া মানুষ, নিজেই পুত্রের বাবা হয়ে গেলো। তবে এগুলো নিয়ে কথা বলা যাবে না। শামসুর রাহমান যদি এতে হ্যাপি হয় তার জন্যে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বো।

মামুন হাহ্-হা-হা...

ছফা না, ব্যাপারগুলি সিরিয়াস। আমি কৌতুক করছি না।

মামুন চালাইয়া যাইতে থাকেন।

ছফা আমার মতে আমার যে আনন্দ, আমার যে ভালোবাসা এটাই সঠিক। কথাটা হয়তো অনেকের ভালো নাল ল াগতে পারে। ভালোবাসা-আই ক্যান ক্যাপাবল টু ডু ইট। যেটা রিয়েল হ্যাপিনেস তৈরি হয় ভালোবাসা পাওয়া এবং ভ

ালোবাসা দেয়ার মধ্যে। ডু দে গেট ইট এণ্ড ডু দে রিটার্ণ ইট? টাকাও হয়েছে। টাকাতো এই, যে হিরোইন ব্যাচে তার হচ্ছে। যে স্মাগলিং করছে তারও হচ্ছে। এখন যারা চাদাবাজি করছে তাদের হচ্ছে। কিন্তু সেটা দিয়ে কী হতে পারে? হু ইজ দ্যা হ্যাপি রাইটার লেট দেম ডিক্লেয়ার! আমি নিজে মনে করি না আমি নিজে খুব আহামরি লোক এবং এই সমস্ত বড় বড় লেখক কবি তাদের কারো সঙ্গে আমার তুলনা করো না।

মামুন কিন্তু আপনি আসলেই এ্যাংরি রাইটার।

ছফা হ্যাঁ, যে সমস্ত লোক এ্যাংরি হতে পারে না, তারা সৃষ্টিশীল হবে কী করে? লুট করে তো সৃষ্টিশীল হওয়া যায় না।

মামুন আপনি বলতাছেন সৃষ্টিশীলদের মধ্যে দ্রোহ থাকতে হবে?

ছফা যারা এ্যাংরি হতে পারে না ওদেরকে তো আমি মানুষ মনে করি না। প্রিমিটিভ মনে করি। এতো অন্যায় এতো অবিচার দেখে যারা এ্যাংরি হয়ে উঠতে, জ্বলে উঠতে পারে না...

মামুন কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সুলতান দ্রোহী ছিল না। সে আপোষ করতো শেষ দিকে।

ছফা নাতো, দ্রোহী ছিল।

মামুন দ্রোহী ছিল? তার ছবি ছাড়া ব্যক্তিগত কাজ তা শো করে না। মানে ব্যক্তিগত জীবনযাপন। তিনি বোহেমিয়ান ছিলেন সত্য।

ছফা একজ্যাক্টলি। তার কাজটাই তার জীবন ছিল। সুলতান এদেশের একটা নিরব বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।

মামুন আপনার লেখায় আপনার ব্যক্তিগত জীবনে বক্তৃতায় বিভিন্ন যায়গায় দ্রোহটাই ফুইটা উঠছে।

ছফা একজ্যাক্টলি।

মামুন এই চরিত্রটা...

ছফা একজ্যাক্টলি।

মামুন লেখার মধ্যে না আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সেইটা প্রতিফলিত হয়?

ছফা তাই। আমি ব্যক্তি ও লেখক সত্তায় এক। মানে ক্ষ্যাপাটে।

মামুন এইটাই আমি জানতে চাইছিলাম।

ছফা হুম্।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ- ৩০ জুলাই, ১৯৯৮ ইং, (ওইদিন হরতাল ছিল)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com